রক্তস্বল্পতায় হার্ট ফেইলিউর

ডা. এম. মুর্শেদ জামান মিঞা*

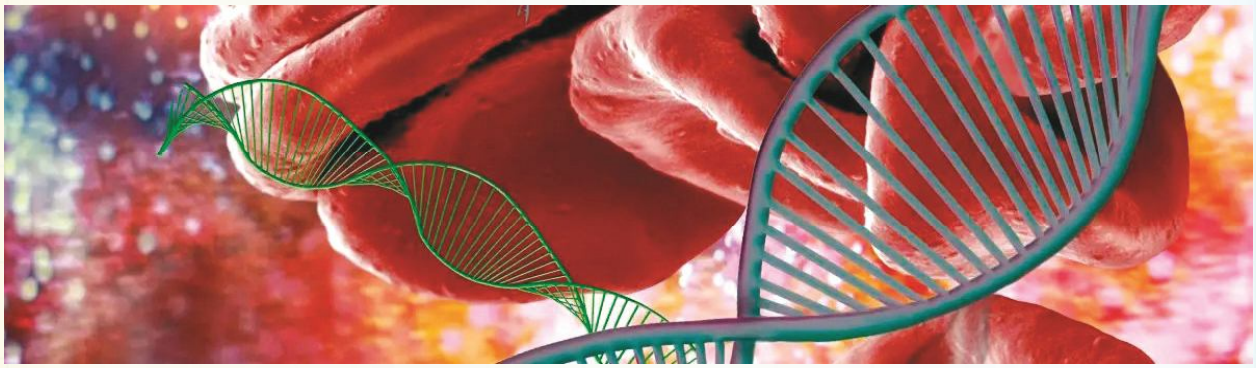

রক্তস্বল্পতা বলতে রক্তের মধ্যে লোহিত কণিকার উপাদান হিমোগ্লোবিন যা লোহিত কণিকাকে লাল করে সেটির পরিমাণ কমে যাওয়াকে বোঝায়। হার্ট ফেইলিউর বলতে কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিউর কে বুঝায় যাতে হৃদপিন্ডের অকার্যকারিতা কারণে শরীরে রক্ত পাম্প করতে পারে না।

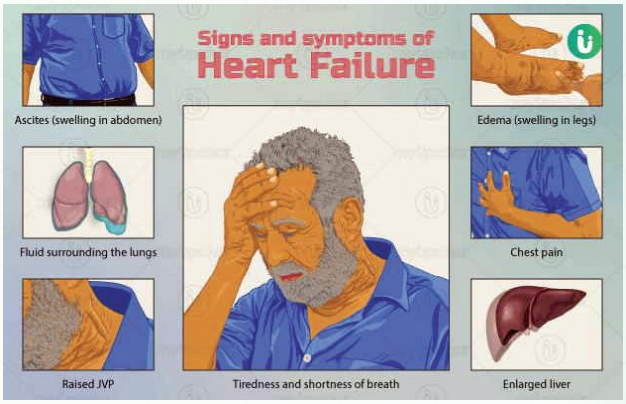

হার্ট ফেইলিউর রোগীদের রক্তস্বল্পতার প্রবণতা ৯ থেকে ৭০ ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং এর সাথে সাথে মৃত্যুহার ও হাসপাতালে ভর্তির ঝুঁকি বেড়ে যায়।

হার্ট ফেইলিউর রোগীদের মধ্যে অ্যানিমিয়ার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। রক্তের উপাদান গুলো যথাযথভাবে না থাকা বিশেষত আয়রন ঘাটতি, দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ বা ইরাইথ্রোপোইট্রিটিনের মাত্রা কমে যাওয়া। রেনিন এনজিওটেনসিন এলডেসটেরন সিস্টেম সক্রিয় হওয়ার কারণে সিউডো রক্তস্বল্পতা হতে পারে।

আয়রন মানবদেহে অতি সামান্য পরিমাণ থাকলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আয়রন লোহিত কণিকা তৈরী, অক্সিজেনের পরিবহন, সরবরাহের সাথে জড়িত এবং শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অনেক এনজাইমের জন্য দরকার। হার্ট ফেইলিউর রোগীদের মধ্যে আয়রনের অভাবজনিত রক্তস্বল্পতা বেশি হয়।

খাদ্যে অরুচি, কার্ডিয়াক কেক্সিশিয়া , খাদ্যনালীতে আয়রনের শোষণ কমে যাওয়া, আয়রন পরিবহন ব্যাহত হওয়া, এসপিরিন ও এন্টি প্লাটলেট জাতীয় ওষুধগুলোর কারণে খাদ্যনালী থেকে রক্তের ক্ষয় হওয়া এবং বার্ধক্য জনিত কারণগুলোতে রক্তের স্বল্পতা তৈরী হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী রক্তস্বল্পতাকে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা পুরুষের ক্ষেত্রে ১৩ গ্রাম/ডেসিলিটারের নিচে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১২ গ্রাম/ডেসিলিটারের নিচে বিবেচনা করা হয়। তবে বয়স, গর্ভাবস্থা, উচ্চতা এবং ধূমপানের বিবেচনায় এটি ভিন্ন হতে পারে। হার্ট ফেইলিউর রোগীদের রক্তস্বল্পতার জন্য ডায়াগনস্টিক মানদন্ড হিসেবে সিরাম ফেরিটিন সাধারণ রোগীদের জন্য ৩০ মাইক্রোগ্রাম/লিটার, কিডনি রোগে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে ১০০ মাইক্রোগ্রাম/লিটারের কম ধরা হয়।

হার্ট ফেইলিউর রোগীদের চিকিৎসার জন্য মুখে আয়রনের চাইতে শিরায় আয়রন ইনজেকশন ভালো কাজ করে। সাথে লোহিত কণিকা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ইরাইথ্রোপোইট্রিটিন আলফা এবং বেটা, ডার্বিপইটিন ব্যবহার করা হয়। তবে খুব বেশি রক্তস্বল্পতা হলে রক্ত সঞ্চালন করা লাগতে পারে।

*** ডাঃ এম. মুর্শেদ জামান মিঞা,** এমবিবিএস, এমসিপিএস, এফসিপিএস (হেমাটোলজি), রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, হেমাটোলজি বিভাগ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল রাজশাহী